মেহেরপুরে পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপন

মেহেরপুরে জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সিনিয়র শিক্ষক সিরাজ উদ্দিন, রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা সহকারী শিক্ষক কাজী রুহুল আমীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামীক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মোঃ আমানুল্লাহ।

এসময় জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মুফতি মোঃ সাদিকুর রহমান, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান, মাস্টার ট্রেইনার মাওঃ মোঃ আঃ হামিদ, ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আজ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

আজ সোমবার ১২ রবিউল আউয়াল, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)। অর্থাৎ মহান আল্লাহর হাবিব আখেরি নবী ও রাসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও ওফাতের দিন আজ। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালন করবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে মা আমিনার কোল আলো করে বিশ্বনবী জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর বাবা আবদুল্লাহ। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে একই দিনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। জন্মের আগেই রাসুল (সা.) তাঁর বাবাকে হারান এবং ছয় বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন।বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে মহান আল্লাহ তাআলা রাসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে ‘রহমাতুল্লিল আলামিন’ বলা হয়। সারা পৃথিবীর মুসলিমদের কাছে দিনটি অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত। মুসলিম উম্মাহ দিনটি ঈদে মিলাদুন্নবী হিসেবে উদযাপন করে থাকে। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাণী দিয়েছেন।
বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এসেছিলেন তাওহিদের মহান বাণী নিয়ে। সে সময় আরবের সমাজ ছিল পৌত্তলিকতা, ঘোরতর অন্যায়-অবিচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত। ‘আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগ’ বলে সেই সময়টিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই অন্ধকার যুগে মহানবী (সা.) এসেছিলেন আলোকবর্তিকার মতো। শৈশব থেকেই তিনি তাঁর সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিচক্ষণতাসহ অনুপম চারিত্রিক গুণাবলি, অপরিমেয় দয়া-সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতার মতো মহৎ গুণের জন্য আরব সমাজের সবার কাছে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন।
নবুয়ত লাভের আগেই ‘আল-আমিন’ অভিধায় তাঁকে সম্মানিত করেছিল আরব সমাজ। হেরা পর্বতের গুহায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থেকে তিনি ৪০ বছর বয়সে ওহি লাভ করেন। এরপর পরম করুণাময় আল্লাহর নির্দেশে দীর্ঘ ২৩ বছর কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে শান্তির ধর্ম ইসলাম তথা পবিত্র কোরআনের বাণী প্রচার করেন। আল্লাহর প্রতি অসীম ও অতুলনীয় আনুগত্য এবং ভালোবাসার পাশাপাশি মহত্ মানবিক চারিত্রিক গুণাবলির জন্য তিনি সর্বকালে সর্বজনের কাছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে অভিষিক্ত।
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা নানা কর্মসূচি নিয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে গতকাল বাদ আসর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন করেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।

সূত্র: কালের কণ্ঠ অনলাইন

ঝিনাইদহে শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার ২৯৪ আবির্ভাব দিবস পালন

ত্রিকালদর্শী শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবা ব্রহ্মচারী জন্ম অষ্টমী তিথিতে ১৭৩০ সালের জন্মাষ্টমীর দিনই পৃথিবীর বুকে আবির্ভাব হয়েছে।

আজ বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার ২৯৪ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে, ঝিনাইদহ পুরাতন হাটখোলা শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দিরে পূজার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয়রা বিপদের সময় একমাত্র ভরসা হিসাবে তাঁকে মানেন। কথিত আছে জীবদ্দশায় তিনি অনেক রোগ ভালো করে দিতে পারতেন। তিনি জাতিস্মর অন্যের মনের ভাব অবলীলায় জানতে পারতেন তিনি এমনই বিশ্বাস তাঁর ভক্তদের।

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী এই পূজায় রাখা হয় মিছিরি ও অমৃতি। এছাড়াও থাকে ফূল, ধূপ, চন্দন সহ পূজার অন্যান্য উপকরণ।কথিত আছে বাবা লোকনাথ মহাদেবের এক অবতার। এই সমাজের বহু মানুষ তাদের জীবনের চলার পথে লোকনাথ বাবাকেই আদর্শ করে নিয়েছেন। বাবা লোকনাথের অগনিত ভক্তরা আজও বয়ে নিয়ে চলেছে তার বাণী।

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দিরে সভাপতি রনি সাহা ও সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত দত্ত দেবু মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান আমরা এভাবেই ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে প্রতিবছর পালিত হয় শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার আবির্ভাব দিবস। বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার হাজার ভক্তরা আসেন সেখানে।পূজা শেষে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে জেলা উলামা সম্মেলন

২০২৪ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে উলামা বিভাগ ও বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাস্সিরিন মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে জেলা উলামা সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (৩১ আগষ্ট) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর ট্রাস্ট জামে মসজিদে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর উলামা বিভাগের মেহেরপুর জেলা সভাপতি হাফেজ মাওঃ ফিরাতুল ইসলাম (নাঈম) এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওঃ মোঃ তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওঃ মুহাঃ মাহবুব উল আলম। প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও মুফাসসিরে কুরআন হাফেজ মাওলানা মুফতি আমির হামজা।

এছাড়াও এসময় বিশেষ আলোচনা হিসেবে বাংলাদেশ মজলিসুল মুফাসসিরিন খুলনা বিভাগীয় সেক্রেটারী অধ্যক্ষ মাওঃ ইব্রাহিম খলিল মুজাহিদ, বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাসসিরিন কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি হাফেজ মাওঃ জুলফিকার আলী, বাংলাদেশ মাজলিলুল মুফাসসিরিন কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য মাওঃ মোঃ আব্দুল হামিদ, বাংলাদেশ মাজলিবুল মুফাসসিরিন মেহেরপুর জেলা সভাপতি মাওঃ মোহাঃ জাহাঙ্গীর আলম জিহাদী উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় দুর্গাপ্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ঘিরে প্রতিমা তৈরিরে ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা গেছে দর্শনা রামনগর কালিদাশপুর গ্রামের আদর্শ দাস পাড়া মন্দিরে। মন্দিরের

সভাপতি সঞ্জয় বলেন আসছে আগামী ৯ অক্টোবর ২০২৪ রোজ বুধবার পালিত হবে মহাষষ্ঠী । মহাসপ্তমী পালিত হবে ১০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার। মহাষ্টমী পালিত হবে ১১ অক্টোবর শুক্রবার। মহানবমী পালিত হবে ১২ অক্টোবর শনিবার। বিজয়া দশমী পালিত হবে আগামী ১৩ অক্টোবর রবিবার। আমাদের এই অনুষ্ঠানে ৪ থেকে ৫ হাজার ভক্ত অংশগ্রহন করে থাকে।

প্রতিমা তৈরির প্রধান কারিগর বিকাশ রায় জানায় আমরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছি। কারণ সঠিক সময়ে আমার কাজ শেষ করতে হবে। প্রতিমা তৈরিতে ১০ দিন মতো সময় লাগে। আমি ৩২ বছর ধরে এই কাজ যত্ন সহকারে করে আসছি। আমার সাথে আরও ৩ জন কাজ করছে যার কারণে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। মন্দিরের সেক্রেটারি আশিক কুমার দাস বলেন আমাদের মন্দিরের নাম শ্রী শ্রী রাধামাধব সার্বজনীন পূজা মন্দির এটা ১৯৯০ সালে স্থাপন করা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও জাঁকজমক ভাবে শারদীয় দুর্গাপূজা পালন করবো আমরা । আমাদের দর্শনা পৌরসভায় ৫ টি মন্দির রয়েছে, দর্শনা পুরাতন বাজার, দর্শনা আমতলা পূজামণ্ডপ, দর্শনা কেরুজ পূজা মণ্ডপ, কালিদাসপুর দাস পাড়া, কালিদাপুর বাগদীপাড়া।

মন্দিরের ক্যাশিয়ার শ্রী অপু দাস বলেন এই বছর মহাসপ্তমী বৃহস্পতিবার পড়ায় দেবীর আগমন হবে দোলা বা পালকিতে। শাস্ত্র অনুসারে দোলা বা পালকিতে দেবীর আগমন হলে সূচিত হয় ভয়ঙ্কর মহামারী যাতে বিপুল প্রাণ হানির আশঙ্কা থাকে। আবার ২০২৪ – এ বিজয়া দশমী রবিবার পড়ায় এই বছর দেবী ফিরে যাবেন গজ বা হাতিতে। গজ হল দেবীর উৎকৃষ্টতম বাহন, দেবীর আগমন বা গমন হাতিতে হলে মর্ত্যলোক ভরে ওঠে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে এবং ভক্তদের মনের ইচ্ছে পূরণ হয়।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে বন্দিদের মাঝে

মিষ্টান্ন বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে সনাতন (হিন্দু) ধর্মালম্বী কারাবন্দিদের মাঝে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল (২৬ আগস্ট) দুপুরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে জেলা কারাগারের আয়োজনে সনাতন ধর্মাম্বলী কারা বন্দি ও স্টাফদের মাঝে এ মিষ্টান্নবিতরণ করা হয়।

জেলা কারাগারের জেলার শেখ মোঃ মহি উদ্দিন হায়দার বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে বাংলাদেশ এগিয়ে যাক নতুন উচ্চতায় এই প্রার্থনা সবার। এসময় তাদের মাঝে লুচি ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এ খাবার পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন তারা। তাদের এই ব্যতিক্রমী আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সচেতন মহল।

ঝিনাইদহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে র্যালি

আজ ২৬ আগস্ট সোমবার শুভ জন্মাষ্টমী। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার্থে মহাবতার ভগবান রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

সেই উপলক্ষে প্রতিবছর শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে পালন করা হয় জন্মাষ্টমী। এরই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহ সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করেছে।

ঝিনাইদহে শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দির থেকে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে একটি র্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন শেষে শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দিরে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে ঝিনাইদহ বিভিন্ন মন্দির ও বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়া অনুষ্ঠান সূচীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হবার কথা রয়েছে।

শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দিরে সভাপতি, অলোক কুণ্ডু ও সাধারণ সম্পাদক, সুশান্ত সরকার আমাদের কে জানান প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমরা র্যালি সম্পন্ন করেছি এবং এই বছরে অনুষ্ঠানে কিছু টাকা বাঁচিয়ে আমরা বন্যার্থীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

মুজিবনগরে উপজেলা ও পুলিশ প্রশাসনের গীর্জা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গীর্জা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলম।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে তারা উপজেলার ভবেরপাড়া গীর্জা, এতিমখানা, বল্লভপুর গীর্জা, বল্লভপুর মিশন হাসপাতাল এবং এতিমখানা পরিদর্শন করেন।

এ সময় তারা ভবরপাড়া গীর্জার ফাদার আলবিনো সরকার, সিষ্টার মালোতি মালো এবং বল্লভপুর গীর্জার ফাদার রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, হাসপাতালের এডমিন আলফ্রেড বিনিময় বিশ্বাস এবং সিস্টার জিলিয়ান এম রোজসহ কর্মকর্তাদের সাথে গীর্জার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় মুজিবনগর নির্বাহী অফিসার তাদেরকে বলেন, দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল সংখ্যালঘুর ধোয়া তুলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পায়তারা করছে। আপনারা এই সমস্ত প্রোপাগান্ডা বিশ্বাস করবেন না স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই। আমাদের একটাই পরিচয় আমরা বাংলাদেশী। এই বাংলাদেশে সবার অধিকার সমান। আপনারা নিশ্চিত মনে থাকবেন আপনাদের পাশে আমরা আছি।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ বলেন, যারা সংখ্যালঘু ধোয়া তুলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে তারা কখনোই এই দেশকে ভালোবাসে না। এই দেশে আমার যতটুকু অধিকার আপনাদের ততটুকু অধিকার। এই বাংলাদেশে ধর্ম যার যার বাংলাদেশ সবার। সংখ্যালঘুর ধোয়া তুলে কেউ যদি পরিবেশ অস্থিতিশীল করতে চাই সে যেই হোক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি হুশিয়ারি দেন।

তিনি আরো বলেন, আপনারা নিশ্চিত মনে থাকবেন কারণ আপনারা বাংলাদেশের নাগরিক এই দেশের সন্তান আপনাদের উদ্যোগের কোন কারণ নেই।বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে যে কোন প্রয়োজনে আপনারা আমার কাছে ফোন দিবেন সঙ্গে সঙ্গে আমার পুলিশ বাহিনী আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

দামুড়হুদায় বিএনপির নেতাকর্মীদের উদ্যোগে গীর্জা ও মন্দির পাহারা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল এর নেতৃত্বে যুবদল ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল মৎস্যজীবী দল গত ৫ ই আগষ্ট থেকে নিয়মিত ভাবে ইউনিয়নের বিভিন্ন গির্জা মন্দির সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ান ও নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দেন তাদের গীর্জা মন্দির পাহারা দেবার।

সেই থেকে আজ শনিবার অবধি বিএনপির নেতাকর্মীরা নিয়মিত ভাবে মন্দির ও গীর্জা পাহাড়া দিচ্ছেন ও কেউ যাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর সুযোগ না পাই সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছেন।

এসময় ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল তার বক্তব্য বলেন আমরা বাংলাদেশের জনগন। সকলে আমরা ভাই ভাই।এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন জায়গা নেই।আপনারা নির্ভয়ে বসবাস করবেন। আমরা আপনাদের পাশে আছি। আমাদের দলীয় সকল নেতাকর্মী আপনাদের পাশে

আছে।

এ সময় তিনি আরো বলেন বিএনপি সংখ্যালঘুদের পাশে অতীতে যেমন ছিলো বর্তমানেও আছে আর ভবিষ্যতেও আপনাদের পাশে থাকবে।এসময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সহ এলাকাবাসী এমন উদ্যোগে সাধুবাদ জানান। তারা বলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা শুরু থেকে আমাদের গীর্জা ও মন্দির পাহারা সহ নিয়মিত আমাদের সার্বিক খোঁজখবর অব্যাহত রেখেছেন।

ঝিনাইদহে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের সম্প্রীতি পদযাত্রা

‘ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার’ স্লোগানকে সামনে নিয়ে ঝিনাইদহে সম্প্রীতি পদযাত্রা করেছে সনাতনী সম্প্রদায়। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের আয়োজনে আজ শনিবার সকালে শহরের পায়রা চত্বর থেকে পদযাত্রা শুরু করা হয়। পদযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সেখানে পালিত হয় মানববন্ধন কর্মসূচি। এতে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের নেতা প্রহল্লাদ সরকারসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, দেশের সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাড়ানোর আহ্বান জানান। আগামী দিনে সনাতনী সম্প্রদায়ের মানুষের কোনও প্রকার ক্ষতি করার চেষ্টা করা হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতাকর্মীরা।